ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

আরো ৪৪৫ জন নতুন করে এইচআইভিতে আক্রান্ত

বিশ্বব্যাপী এইচআইভি এইড্স একটি আতঙ্কে নাম। ১৯৮৯ সালে এ দেশে প্রথম এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি সনাক্ত হওয়ার পর হতে ফি বছর আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১ ডিসেম্বর ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত তথ্য মতে আমাদের দেশে এ পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৩৩ জন এবং অনুমিত সংখ্যা ৭৫০০ জন। শুধু মাত্র ২০১১ সালেই ৪৪৫ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে অভিবাসী শ্রমিকসহ বিভিন্ন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রয়েছে ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারী।

ঢাকা শহরে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদের মাঝে এইচআইভি সংক্রমণের হার ৫.৩% যা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে কেন্দ্রীভূত মহামারী হিসেবে চিহ্নিত। তাছাড়া আমাদের দেশে রয়েছে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ, জনসংখ্যার অতি ঘনত্ব, পরিবার বা স্কুল-কলেজে যৌনশিক্ষার অনুপস্থিতি এবং এইচআইভি মহামারীর আকার নিয়েছে এমন দুটি দেশ ভারত ও মায়ানমারের সংঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত। তাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে যেকোন সময় বাংলাদেশ সার্বিক এইচআইভি মহামারীর দেশে পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। জীবিকার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর আমাদের দেশ হতে লক্ষ লক্ষ লোক বিদেশে পারি জমাচ্ছে এবং ফিরেও আসছে। বর্তমানে দেশে এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে ৬৫ হতে ৭০ ভাগ বিদেশ ফেরত এবং আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে ৮০ ভাগেরও বেশি মহিলা তাদের স্বামীদের দ্বারা এইচআইভিতে আক্রান্ত তাই একথা ভেবে আত্মতুষ্টির কোন সুযোগ নেই যে আমরা নিরাপদ।

আশার কথা সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংগঠন এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে এবং আমাদের পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য এখন পর্যন্ত আমরা বিশ্বে নিম্ন সংক্রমণের পর্যায়ে আছি। সর্বশেষ সেরো সার্ভিলেন্স অনুসারে ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি'র সংক্রমণ কমেছে।

দেশকে নিম্ন সংক্রমণের পর্যায়ে রাখতে এবং এমডিজির লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে বর্তমান প্রতিরোধ কার্যক্রম আরো বেগবান করার পাশাপাশি এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।সরকারি হাসপাতালগুলোতে এইডস্ আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা নিশ্চিত করার সাথে সাথে সর্বস্তরে এইচআইভি এইডস্ সংক্রান্ত ঘৃণা ও বৈষম্য দূরীকরণে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবাদানকারীদের কর্তব্যবোধ এবং দায়বদ্ধতার উন্নয়ন এখানে একান্তভাবে দরকার। মনে রাখতে হবে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের অবহেলা বা ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখলে এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম কোনভাবেই সফল হবে না। তাই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে এইচআইভির হাত হতে রক্ষা করতে এইচআইভি এইডস্ এর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি।

বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আমিকের বিশ্ব এইডস দিবস পালন

এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যু: নয় একটিও আর। বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবার পালিত হলো বিশ্ব এইডস দিবস ২০১১। ১৯৮৮ সাল থেকে আন্তর্জাতিকভাবে এই দিনটি গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের সরকার, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ একত্রে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করে আসছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় আমিক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবছরও জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে। আমিক মধুমিতা প্রকল্প ও প্রিজন ইন্টারভেনশন থেকে রিকোভারিসহ ৪০ জন কর্মী জাতীয় র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি জাতীয় জাদুঘর, সাহাবাগ থেকে শুরু হয়ে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে ওসমানি স্মৃতি সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনা সভায় আমিক মধুমিতা প্রকল্প, প্রিজন ইন্টারভেনশন প্রকল্পের কর্মীরা অংশ নেয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর আমিকের তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও তথ্য মেলায় আমিক মধুমিতা প্রকল্প, প্রিজন ইন্টারভেনশন প্রকল্প অংশ নেয়। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনার শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ডা. ক্যাপ. (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির আমিকের তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

(এরপর ২-এর পাতায়)।

সম্পাদকীয়

এইচআইভি/এইডস্ সারা বিশ্বে এখনও এক গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে প্রথম এইচআইভি/এইডস্ আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান লাভের পর হতে সরকারি হিসাব মতে এ পর্যন্ত ২৫৩৩ জন এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ সংখ্যা অবশ্যই অনেক বেশি হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের তুলনায় হয়তো আমরা এখনো ভাল অবস্থানে আছি। তাই বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই, যে কোন সময় পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে।

দেশে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে এইচআইভি সংক্রমণের হার ক্রমশঃ বাড়ছে। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদের মাঝে এইচআইভি সংক্রমণের হার ৫.৩% যা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে কেন্দ্রীভূত মহামারী হিসাবে চিহ্নিত। প্রতি বছর এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উদ্বেগের বিষয়টি এখানেই। কারণ প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যার এ দেশে ১% লোকও যদি কোন কারনে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি ঘৃণা, বৈষম্য এবং অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে তখন বিপুল সংখ্যক আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও সেবা দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আমাদের সমাজে এইডস বিষয়ে এখনো সচেতনতার অভাব রয়েছে। রয়েছে এইচআইভি/এইডস বিষয়ে নানা কুসংস্কার ও ভুল ধারণা। ঘৃণা বৈষম্য ও কুসংস্কারকে দুর করে এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও সেবা কার্যক্রমকে আরো বেগবান ও কার্যকরী করে তুলতে হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস্ সংক্রান্ত এমডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সদ্য প্রস্তুতকৃত এইচআইভি/এইডস্ এর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমিক- বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর সক্রিয় ও সমন্বিত কার্যক্রম এদেশকে এইচআইভি/এইডস্ এর নিম্ন সংক্রমণের পর্যায়ে রাখতে পারবে বলে আমরা মনে করি।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

২য় বর্ষ ■ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
এ.কে. এম. আনিসুজ্জামান, শেখর ব্যানার্জি, মাহ্‌ফিদা দীনা রুবাইয়া, জাহিদ ইকবাল, সাইফুল আলম কাজল, নূর শাহানা

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...

www.amic.org.bd

(১ম পাতার পর) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ...

তিনি ঢাকা আহছানিয়া মিশন প্রকাশিত এইচআইভি/এইড্‌স ও মাদকের তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন পোস্টার, ট্রেনিং ম্যানুয়াল, স্টিকার, ব্রোসিওর দেখেন ও প্রশংসা করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ তথ্য কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। এ সময় তথ্য কেন্দ্রে আমিকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অফিসার, কাউন্সেলর উপস্থিত ছিলেন।

মধুমিতা প্রকল্প, ময়মনসিংহ

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১১এর প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ৩ দিনব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচীতে আমিক মধুমিতা প্রকল্প, ময়মনসিংহ অংশগ্রহণ করে। ২৯ নভেম্বর ২০১১ প্রথমদিনের কর্মসূচীতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণসহ আমিক মধুমিতা প্রকল্প, ময়মনসিংহ ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর- দুদিনব্যাপি শহরের টাউন হল ময়দানে 'নলেজ ফেয়ার অন এইচআইভি এইডস' মেলায় তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। তথ্য কেন্দ্রে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের এইচআইভি বিষয়ক বিভিন্ন পোস্টার, তথ্য সম্বলিত প্রচারপত্র এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের ছবি, দিয়ে উক্ত তথ্যকেন্দ্র সাজানোসহ দর্শনার্থী অতিথিদের সামনে নিজেদের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

মাননীয় জেলা প্রশাসকসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ তথ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। কর্মসূচির তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১ ডিসেম্বর মধুমিতা প্রকল্পের কর্মীরা দিবসের প্রতিপাদ্য সম্বলিত টি-শার্ট পরে র‍্যালিতে যোগদান করেন। র‍্যালিটি টাউন হল এলাকা থেকে শুরু হয়ে সার্কিট হাউজ পর্যন্ত যায়।

(এরপর ৩-এর পাতায়)।

(২য় পাতার পর) মধুমিতা প্রকল্প...

র‍্যালি শেষে সবাই জেলা প্রশাসক অফিসের হল রুমে আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদানসহ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদান করে। সকল কর্মসুচিতে মধুমিতা প্রকল্প সফলভাবে অংশগ্রহণ করায় গত ১৫ই ডিসেম্বর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে মধুমিতা প্রকল্প, ময়মনসিংহ কেন্দ্রকে একটি ক্রেষ্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। একইসাথে আমিক মধুমিতা প্রকল্প ময়মনসিংহ কেন্দ্রের বর্তমান কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। উক্ত সভায় ময়মনসিংহ জেলার ৪২টি সংস্থার ৬৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, এর মধ্য থেকে ১০টি সংস্থাকে সনদ ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

যশোরে আমিকের বিশ্ব এইডস দিবস পালন

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর সেন্টার থেকে বিশ্ব এইডস দিবস ২০১১ উৎযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে জন সাধারণের মাঝে এইচআইভি/এইডস কী, এর সংক্রমন, প্রতিরোধ এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের জন্য মাদকের ভূমিকা বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হয়। ১ ডিসেম্বর যশোরের পালবাড়ির মোড় সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড-এ স্থাপিত তথ্যকেন্দ্রে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত বিভিন্ন পেশার মানুষের আগমন ঘটে।

উপস্থিত জনসাধারণের মাঝে আমিক কর্তৃক প্রকাশিত এইচআইভি/এইডস ও মাদকের উপর বিভিন্ন স্টিকার ও লিফলেট বিতরন করা হয়। এখানে ঝিনাইদা, কুষ্টিয়া ও মাগুরা এলাকার বাসযাত্রীদের মাঝেও এ প্রকাশনাগুলো বিতরণ করা হয়।

গাজীপুর কেন্দ্রে বিশ্ব এইডস দিবস পালন

১ ডিসেম্বর-২০১১ এ উপলক্ষে ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকাসাক্ত চিকিৎসা ও পূর্ণবাসন কেন্দ্র গাজীপুর এক কর্মসুচির আয়োজন করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গণ সচেতনতামূলক র‍্যালি, ষ্টাফ ও রোগীদের মধ্যে সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা, প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। সেন্টার ম্যানেজার জনাব সাইফুল আলম কাজলসহ সেন্টারে কর্মরত সকল ষ্টাফ ইপস্থিত ছিলেন। ক্লায়েন্টদের সকল সেশনে এইডস বিষয়ক আলোচনা প্রধান্য পায়।

কারাগারে কুইজ প্রতিযোগীতা ও বিশ্ব এইডস দিবস ২০১১

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে আমিক পরিচালিত ইউএনওডিসির অর্থায়নে এইচআইভি প্রতিরোধমূলক প্রকল্প এইচ ৭১ কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের কাজে সরাসরি কিছু কারাকর্মকর্তা ও কারাবন্দীরা সহায়তা করে। "এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যুঃ নয় একটিও আর" এই বিষয়টিকে সামনে রেখে উৎযাপিত হয়েছে বিশ্ব এইডস দিবস ২০১১। আর এ দিবসটিকে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার ভিন্নভাবে উৎযাপন করেছে। বিশ্ব এইডস দিবসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে কারাকর্মকর্তাগণ বিশেষভাবে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করেন। উক্ত দিবসে কারাভ্যান্তরে কয়েদী ও হাজতীরা সার্বজনীন আন্তর্জাতিক এইচআইভি চিহ্ন ধারণ করে এবং আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

(এরপর ৪-এর পাতায়)।

(৩য় পাতার পর) কারাগারে কুইজ প্রতিযোগীতা...

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আমিকের সাইট অফিসার, আব্দুল আলী কাদের গায়েন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার জনাব প্রাণ গোপাল বনিক। তিনি বলেন, এইচআইভি থেকে দূরে থাকার জন্য প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। বাংলাদেশ এখনও এইচআইভি মহামারী থেকে দূরে রয়েছে তথাপি আমাদের সাবধান হতে হবে। প্রতিরোধের মাধ্যমে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি। জেলার জনাব আবু সায়েম বলেন, আমরা এইচআইভি প্রতিরোধ করতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিরাপদ থাকবে। কারা কর্মকর্তাদের বক্তব্য থেকে বিশ্ব এইডস দিবস ২০১১ এর প্রতিপাদ্য প্রতিফলিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের ২য় পর্যায়ে বন্দীদের মাঝে কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। সিনিয়র জেল সুপার জনাব প্রাণ গোপাল বনিক নিজে কুইজ প্রতিযোগিতায় সহযোগীতা করেন। বন্দীদের মাঝে এই প্রতিযোগিতা আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং একই সাথে এইচআইভি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

কারাবন্দীরাও এইচআইভি প্রতিরোধে সক্রিয়

জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউ এন ও ডি সি অপরাধ ও মাদক বিষয় নিয়ে কাজ করছে এবং এইচআইভি প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ফলশ্রুতিতে আমিক, গাজীপুর ও বরিশাল কারাগারে এইচআইভি প্রতিরোধে এইচ ৭১ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। মাদক, এইচআইভি, যৌন রোগসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য শিক্ষার পাশাপাশি বিশ্ব এইডস দিবস ২০১১ পালনেও কারাগারের কর্মকর্তা ও কারাবন্দীরা স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করে। গাজীপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার জনাব মোঃ মোকলেসুর রহমান ও জেলার জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এইচআইভি প্রতিরোধে কারাকর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। বিশ্ব এইডস দিবস ২০১১ পালনে লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরে তাদের অংশগ্রহণ ও আগ্রহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শামছুন্নাহার পারভীন ও সাইট অফিসার নূরজাহান উপস্থিত ছিলেন।

এ স্টেপ টুয়ার্ডস স্মোক-ফ্রি ঢাকা সিটি' প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন

আমিক এর তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় গত ১ নভেম্বর ২০১১ থেকে 'এ স্টেপ স্টুয়ার্ড স্মোক-ফ্রি ঢাকা সিটি' প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগীতা করছে ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৯০টি ওয়ার্ডে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ধূমপানবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও শতভাগ ধূমপানমুক্ত স্থান নিশ্চিত করা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিকেল-৮ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের আলোকে পরোক্ষ ধূমপান হতে নগরবাসীকে রক্ষা করা, শতভাগ ধূমপানমুক্ত স্থান নিশ্চিত করা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে ধূমপানমুক্ত স্থান ঘোষণার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে উদ্বুদ্ধ করা, রেস্টুরেন্ট মালিক ও কর্মচারী ইউনিয়নকে রেস্টুরেন্টসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত স্থান ঘোষণা ও এসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

গত ১০ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে এ প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। এই ওরিয়েন্টেশনের উদ্দেশ্য ছিল দেশে ও আন্তর্জাতিক অংগনে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ে গৃহীত নানা কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান এবং প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান। ওরিয়েন্টেশনে তামাক নিয়ন্ত্রণে আমিকের কার্যক্রম, এফসিটিসি, বাংলাদেশের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫, গ্লোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভে (গ্যাটস) প্রতিবেদন, অন্যান্য এনজিওগুলোর তামাকনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের টিম লিডার জনাব ইকবাল মাসুদ, সিটিএফকে এর এডভোকেসী ও মিডিয়া কো-অডিনেটর জনাব তাইফুর রহমান, এবং আমিক এর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব জাহিদ ইকবাল, পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসা বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কলম্বো প্লান' এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৬টি সদস্যরাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন। ১৯৭৩ সালে শুরু হয় এ সংগঠনের কলম্বো প্লান ড্রাগ অ্যাডভাইজরি প্রোগ্রাম, যার মাধ্যমে এ অঞ্চলের মাদক অপব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করছে। কলম্বো প্লান ড্রাগ অ্যাডভাইজরি প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের মাদকের অপব্যবহার প্রতিরোধ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। চলতি বছরসহ বিগত ১১ বছরে কলম্বো প্লান এ অঞ্চলের মহিলা কাউন্সেলরদের জন্য মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের উপর বিভিন্ন সদস্যদেশে ১১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এবারের প্রশিক্ষণ "টুয়েলভ রেজিওন্যাল ট্রেনিং অফ ওম্যান কাউন্সেলর অন ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন" এর আয়োজন করা হয় ভারতের চেন্নাই শহরে। গত ১৪ থেকে ২২ নভেম্বর ২০১১ পর্যন্ত প্রশিক্ষণটি যৌথভাবে আয়োজন করেন কলম্বো প্লান ড্রাগ এ্যডভাইজরি প্রোগ্রাম এবং টিটি রাংগানাথন ক্লিনিক্যাল রিসার্স ফাউন্ডেশন।

(এরপর ৫-এর পাতায়)।

(৪র্থ পাতার পর) মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসা...

এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ১১টি সদস্যদেশের ২২ জন মহিলা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত এবং শ্রীলংকার কলম্বোস্থ কলম্বো প্লান এর সদরদপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, আমিক এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মাহফিদা দীনা রুবাইয়া সাফল্যজনকভাবে প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন করেন। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল-

- সদস্য-দেশগুলোর মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য কাইন্সেলরদের দক্ষতাবৃদ্ধি।
- মাদক চিকিৎসায় চিকিৎসা ও পুনর্বাসনমূখী দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- এ অঞ্চলের অংশগ্রহনকারী মহিলা কাউন্সেলরদের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ও শেখার সুযোগ করে দেয়া।

ইউ এন ও ডি সি ভিয়েনা প্রতিনিধির আমিকের কার্যক্রম পরিদর্শন

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি কারাগারেই সেখানকার বন্দীদের জন্য স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও এইচআইভির ঝুঁকির জন্য উচ্চমাত্রা বহন করে। কারাবন্দীদের মাঝে এইচআইভি ও যৌনরোগসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে ইউএনওডিসি আমিকের মাধ্যমে একটি প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে যা এইচ ৭১ নামে পরিচিত এবং এই প্রকল্পের আওতায় বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার ও গাজীপুর জেলা কারাগার অন্তর্ভূক্ত। কারাভ্যান্তরে উক্ত প্রকল্পের কাজ ও প্রভাব সরেজমিনে দেখার জন্য জাতিসংঘের অপরাধ ও মাদক বিষয়ক অফিস, ইউএনওডিসির প্রধান কার্যালয় ভিয়েনা থেকে সিনিয়র উপদেষ্টা (এইচআইভি/এইডস) মিস মনিকা বেগ এসেছিলেন। তিনি কারাভ্যান্তরে পিয়ার ভলান্টিয়ারদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলেন, "যারা মাদক নেয় তারা কেউই খারাপ নয়" কিন্তু তারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। আমরা চাই তারা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে দূরে থাকুক। উক্ত পরিদর্শনে ইউএনওডিসি, বাংলাদেশ থেকে জনাব কামরুল আহসান প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি পিয়ারদের কাজের ধরন ও কারাগারের পরিবেশ দেখে ইতিবাচক মন্তব্য করেন। তারা গাজীপুর কারাগারের জেল সুপারের সাথেও সাক্ষাৎ করেন এবং প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন।

আলোকিত মানুষ চাই আমিকের পাশে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আলোকিত মানুষের লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বই পড়া কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে। সম্প্রতি আমিকের পাশে দাঁড়িয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। আমিকের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরের রোগীদের জন্য বইপড়া কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই কার্যক্রম রোগীদের মানসিক বিকাশ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও তরান্বিত করবে। বাংলা সাহিত্য ও বিশ্ব সাহিত্যের অনেকগুলো বই এই কার্যক্রমে ব্যবহার করা হবে। মূলত এখানে একটি পাঠচক্র চলবে যেখানে সবাই একেকটি বই পড়ার পর সেই বই সম্পর্কে আলোচনা করবে যা প্রকৃতপক্ষ্যে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উন্নত জীবন বোধ ও ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে এই বইপড়া কার্যক্রম অনেক বড় ভূমিকা রাখবে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে মতবিনিময় সভা

"মধুমিতা প্রকল্পের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের যে কার্যক্রম চলছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী"- বংশাল থানার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাথে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ জমির উদ্দীন আহমেদ এ কথা বলেন।

(এরপর ৬ -এর পাতায়)।

(৫ম পাতার পর) আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী...

তিনি আরও বলেন মাদক এবং এর বিস্তার বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা সুঁইয়ের মাধ্যমে নেশা করে তারা এইচআইভি বিস্তারে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মত সমাজের সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর মাদক ও এইচআইভি প্রতিরোধে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। মধুমিতা প্রকল্প তার নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে স্থানীয় ভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে এ ধরনের কর্মসুচি আয়োজন করে থাকে।

আমিক-মধুমিতা প্রকল্প গত ২২.১০.২০১১ তারিখ বংশাল থানায় উক্ত সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় সর্বমোট ৪০ জন অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাদক নির্ভরশীলতা ও চিকিৎসার উপর আহছানিয়া মিশনের নির্মিত একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয় যা উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে মধুমিতা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব শেখর ব্যানার্জী মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর একটি পাওয়ারপয়েন্টে প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। কেন্দ্র ব্যবস্থাপক জনাব মোশাররফ হোসেন সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় প্রকল্প ব্যবস্থাপক মুধমিতা প্রকল্পের কার্যক্রমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তার উপর আলোকপাত করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব জমির উদ্দীন আহমেদ এবং সেকেন্ড অফিসার একে.এম. সুলতান আহমেদ আহছানিয়া মিশন এবং মধুমিতা প্রকল্পের কর্মকান্ডে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

মধুমিতা ময়মনসিংহ কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের আত্মসহায়ক দল গঠন

গত ২৯ নভেম্বর বিকাল ৪.৩০ মিনিট ঢাকা আহছানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা প্রকল্প-০২ ময়মনসিংহ এর আয়োজনে কৃষ্টপুর রেলওয়ে কলোনী ডিফেন্স পার্টির ডিউটি অফিসে মাদকাসক্তদের নিয়ে সভার অয়োজন করা হয়। মধমিতা প্রকল্পের কর্মসুচিতে অংশগ্রহণ ও চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মাদকাসক্তদের সামাজিক, পারিবারিক ভাবে পুনর্বাসনের জন্য উক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় যেখানে ১৯ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অধিকার ও ভবিষ্যত জীবনের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণ কারীরা তাদের এই কর্মকান্ডকে ধরে রাখতে নিজেদের একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেন যা তাদের ভবিষ্যত সুন্দর ও সুস্থ জীবনের নির্দেশনা দেবে। আলোচনা সভার সকল অংশগ্রহণকারীর সম্মতিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

জনাব আমির হোসেনকে সভাপতি ও জনাব মামুন এবং জনাব রোমানকে সহসভাপতি, জনাব মাসুদ রানাকে সম্পাদক ও পাপ্পুকে সংগঠনিক সম্পাদক, জনাব আল আমিনকে কোষাধ্যক্ষ ও জনাব সোহাগকে দপ্তর সম্পাদক এর দায়িত্ব ভার দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। তারা আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হয়ে প্রতি মঙ্গলবার মিটিং করবে এছাড়া তারা প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা করে সঞ্চয় করবে যাতে তারা আপদকালীন সময়ে আর্থিক সহযোগিতা পেতে পারে। উক্ত আলোচনা সভায় আমিক মধুমিতা প্রকেল্পর সেন্টার ম্যানেজার জনাব গোলাম রসুল ও কমিউনিটি কাউন্সেলর জনাব আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন। মধুমিতা প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাদেরকে দিবাযত্ন কেন্দ্রের সকল সেবা সমুহ পাবার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং তাদের নিয়মিত মিটিং বা আলোচনার জন্যে দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবহারের আশ্বাস দেওয়া হয়।

মধুমিতা দিবাযত্ন কেন্দ্রের নতুন সেবা-সোশ্যাল গেদারিং ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শুরু

আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা আহছানিয়া মিশন সুঁইয়ের মাধ্যমে নেশাগ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি/এসটিআই প্রতিরোধের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দিবা যত্ন কেন্দ্রের বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে লক্ষীত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে যা এইচআইভি প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। সেবা গ্রহণকারীদের কাছে মধুমিতা স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং একই সাথে তাদেরকে সমন্বিত সেবার আওতায় আনতে মধুমিতা দিবা যত্ন কেন্দ্র অক্টোবর-২০১১ সাল থেকে মাসে দুইটি সোশাল গেদারিং এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। উক্ত দিবসে নেশা গ্রহন কারীরা সারা দিন মধুমিতা দিবা যত্ন কেন্দ্রে অবস্থান করে শিক্ষা সেশন, ভিসিটি, এসটি আই সেবা, কাউন্সেলিং, এ্যাবসেস ব্যাবস্থাপনা সহ মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবা গ্রহণ করতে পারে। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। মধুমিতা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এই নতুন কর্মসুচি নেশা গ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে।

দিবা যত্ন কেন্দ্রের এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে শুধুমাত্র মধুমিতা চাঁনখারপুল সেন্টারের মাধ্যমে গত তিন (০৩) মাসে সোশাল গেদারিং-এ মোট ১৪৭ জন অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে মোট ১৩৮ জন অংশগ্রহণ করে। এই দিবস গুলোতে অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে থেকে ৩৮ জনকে ভিসিটি সেবা, ৪৩ জনকে এসটিআই সেবা, ৪৬ জনকে কাউন্সেলিং সেবা, ০২ জনকে এ্যাবসেস ব্যাবস্থাপনা সেবা এবং ৯৫০টি কনডম বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া আইডিইউদের মধ্যে ৫৬ টি শিক্ষা সেশন পরিচালনা করা হয়।

আমিক "মধুমিতা" প্রকল্পের ফ্যামিলি সার্পোট গ্রুপ মিটিং

মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তির মাদক থেকে মুক্ত থাকার জন্য দীর্ঘমেয়াদী মাদকাসক্তির চিকিৎসা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি চিকিৎসা পরবর্তীতে মাদকমুক্ত জীবন পরিচালনার জন্য পরিবারের সহযোগীতা তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। রিকভারি ব্যক্তিকে মাদক মুক্ত থাকতে, কাজের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে এবং মাদকমুক্ত ইতিবাচক জীবন পরিচালনার জন্য এবং সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখার জন্য সাপোর্ট গ্রপের সদস্যরা কাজ করে যাচ্ছে।

(এরপর ৭-এর পাতায়)।

(৬ষ্ঠ পাতার পর) আমি মধুমিতা প্রকল্পের...

আমিক-মধুমিতা চাঁনখারপুল সেন্টারের মাধ্যমে প্রতি মাসে একটি (০১) করে ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, এতে চিকিৎসা পরবর্তী ক্লায়েন্ট এবং তার পরিবার পরিজন অংশগ্রহণ করে। ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং এ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন- ক্লায়েন্টের কর্ম ক্ষেত্রের সুযোগ তৈরিতে ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ এবং আমাদের ভূমিকা, তাদের সাথে পরিবারবর্গ কি ধরনের আচরণ করবে, ল্যাপ্স-রিল্যাপ্স কি? কিভাবে রিল্যাপ্স প্রতিরোধ করা যায়, রিল্যাপ্স প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা এবং নেশার ক্ষতিকর দিকসমূহ। গত অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর ২০১১ মাসে লক্ষ্যমাত্রা অনুয়ায়ী ০৩ টি ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৪৪ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিল।

আমিক "মধুমিতা" প্রকল্পের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এইচআইভি এন্ড এসটিআই প্রিভেনশন প্রজেক্ট ফর আইডিউজ, আমিক-মধুমিতা সেন্টারের এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ সুঁই-সিরিঞ্জ দ্বারা নেশা গ্রহণকারীদের মাদক মুক্তির চিকিৎসার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। নেশা গ্রহণকারীদের সেবাকে আরও কার্যকরী করতে গত জুলাই-২০১১ তারিখ থেকে ক্লায়েন্ট এবং তার পরিবারের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করে।

আমিক-মধুমিতা চাঁনখারপুল সেন্টারে গত অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর ২০১১ মাসে লক্ষ্যমাত্রা অনুয়ায়ী ৪৯ জন মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং তার পরিবারের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সেবার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা জানতে পারছে। এবং পদ্ধতিগুলোর সুবিধা অসুবিধা জেনে নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। তারা আরো জানতে পারে কিভাবে সংসার ছোট এবং সুখী করা যেতে পারে। এই সেবাকে আরো কার্যকর করতে দাতা সংস্থা এফএইচআই ৩৬০ কাউন্সিলরদের এ বিষয়ের উপর ট্রেনিং প্রদান করেছেন। এ ধরনের কার্যক্রম সরকার গৃহীত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করতে সহায়তা করবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে আলোচনা সভা

আমিক মধুমিতা প্রকল্প ময়মনসিংহ গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে, সভাটি ময়মনসিংহ শহরে কোতোয়ালী মডেল থানায় করা হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় মোট ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিল যার মধ্যে ৩০ জন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ, উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আলোচনার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মধুমিতা প্রকল্পের প্রোগ্রাম সহকারী- ফয়েজ আহম্মেদ, সভায় সভাপতিত্ব করেন কতোয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার, প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন মধুমিতা প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার জনাব মোঃ গোলাম রসুল অন্যদের মধ্যে থেকে আলোচনা করেন কতোয়ালী মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার জনাব মোঃ বোরহান উদ্দীন, আলোচনায় মাদকাসক্তদের মধ্যে যারা সুঁই সিরিঞ্জ এর মাধ্যমে নেশা গ্রহণকরে, যারা রাস্তার উপর অসহায় জীবন যাপন করে, তাদের বিনামূল্যে ঢাকা আহছানিয়া মিশন (আমিক) মধুমিতা প্রকল্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা করছে।

যারা সুঁই-সিরিঞ্জ-এর মাধ্যমে নেশা গ্রহণ করে না কিন্তু অন্যান্য নেশা গ্রহণ করে তাদের দিবা যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ চিকিৎসা সেবা প্রদান, এ্যাবসেস ম্যানেজমেন্ট ও কাউন্সেলিং, বিনোদন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিশেষে সভার সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন "মাদক আমাদের ময়মনসিংহ শহরে যুবসমাজের জন্য একটি প্রকট সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এদের সচেতন করতে না পারলে ভবিষ্যত প্রজন্ম আরো বেশি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পরবে। আমরা হয়তো সবাইকে ভাল করতে পারবো না তবে যারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তাদের জন্য ঢাকা আহছানিয়া মিশন (আমিক), মধুমিতা প্রকল্পে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে। এই কল্যানমূলক কাজে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা থাকবে। পাশাপাশি আমরা যারা দায়ীত্ব পালন করছি আমাদের নিজেদেরও সচেতন থাকতে হবে, যৌন কাজেও নিরাপদ থাকতে হবে, পরিশেষে তিনি "নো কনডম নো সেক্স" এ স্লোগানটির উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

নতুন বছরকে স্বাগতম

Happy new year-1012. নতুন বছরকে স্বাগতম জানানোর জন্য ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূর্ণবাসন কেন্দ্র গাজীপুর পরিবারের প্রস্তুতি ছিল প্রশংসনীয়। ডি,টি,সি-এর ভবন আলোক সজ্জায় সাজানো হয়। ক্লায়েন্টদের মধ্যে সকলেই আনন্দে মুখরিত ছিল। বেশ কিছু রিকোভারীর আগমন ঘটে এবং খোলা প্রান্তরে বন ফায়ারের আয়োজন করে প্রোগ্রাম অফিসার জনাব জাহিদ ইকবাল-এর নেতৃত্বে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় আগত রিকোভারী ও সকল রিকোভারী ষ্টাফগণ উপস্থিত ছিলেন। Happy new year-1012 উপলক্ষে সেন্টারে উন্নত খাবার পরিবেশন সহ ব্যাডমিন্টন ম্যাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেন্টার ম্যানেজার জনাব সাইফুল আলম কাজল সহ সেন্টারে কর্মরত সকল ষ্টাফ গণ উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর কেন্দ্রে বড়দিন পালন

২৫ ডিসেম্বর-২০১১ বড়দিন, খ্রিষ্টান ধর্মম্বলীদের সব চেয়ে বড় উৎসব। এ উপলক্ষে ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পূর্ণবাসন কেন্দ্র গাজীপুর এই প্রথম বারের মত দিনটি উয্যাপন করলো। যথাযোগ্য ধর্মীও ভাবগাম্ভির্য্যের মধ্য দিয়ে উয্যাপিত হলো এই দিন।

(এরপর ৮-এর পাতায়)।

(৭ম পাতার পর) গাজীপুর কেন্দ্রে...

বড়দিন উপলক্ষ্যে এক আনন্দ সন্ধার আয়োজন করে সেন্টারে আবস্থান রত ক্লায়েন্টরা। অনুসষ্ঠানে এ দিনের তাৎপর্য্য বর্ণনা করেন কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগী জনাব রির্চাড টফি বিশ্বাস। বাইবেল পাঠ ও গান পরিবেশন করেন জনাব রিটন রোজারিও। এ ছাড়াও সেন্টারের পক্ষ থেকে ক্লায়েন্টদের মাঝে চকলেট, কেক, কোমলপানীয় বিতরণ করা হয়। আনন্দে মুখরিত ছিল সেন্টারে আবস্থানরত সকল ক্লায়েন্ট ও ষ্টাফগণ। সেন্টার ম্যানেজার জনাব সাইফুল আলম কাজল ও জনাব কামরুজ্জামান মনি প্রোগ্রামারসহ সেন্টারের কর্মরত সকল ষ্টাফগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর-২০১১

১৬ ডিসেম্বর-২০১১ এ উপলক্ষে ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকাসাক্ত চিকিৎসা ও পূর্ণবাসন কেন্দ্র গাজীপুর এক কর্মসুচির আয়োজন করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলোচনা সভা, প্রীতি ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন ম্যাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বেশ কয়েকজন রিকোভারী বিজয় দিবসের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সেন্টারে উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয়। সেন্টার ম্যানেজার জনাব সাইফুল আলম কাজল সহ সেন্টারে কর্মরত সকল ষ্টাফগণ উপস্থিত ছিলেন।

তামাকপণ্যের ব্যবহার হ্রাসে কর বৃদ্ধি জরুরি

বিড়ি-সিগারেট ও অন্যান্য ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ব্যবহার হ্রাসকল্পে এসব পণ্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধির দাবি বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠন করে আসছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং মানবমৃত্যুর অন্যতম কারণ তামাকপণ্যের ব্যবহার কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলোর একটি হচ্ছে ক্রমাগতভাবে অধিকহারে করারোপের মাধ্যমে এসব পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা।

তামাকের কর বৃদ্ধি কেন প্রয়োজন?

- তামাকপণ্যের উপর কর বাড়ালে এর ব্যবহার কমে। বাংলাদেশে কর বাড়ানোর মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য ১০% বাড়ালে এর ব্যবহার কমবে ৩% থেকে ৬%
- তামাকপণ্যের উপর উচ্চ হারে করারোপ জীবন বাঁচায়।
- তামাকপণ্যের উপর উচ্চতর কর সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করবে।

বাংলাদেশে তামাকপণ্যের প্রচলিত করের ধরন

- মুল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট- পূর্ব মূল্যের উপর সম্পূরক শুল্ক, যা বিভিন্ন তামাকপণ্য ও ব্র্যান্ডের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হারে (শতাংশে) প্রযোজ্য। সস্তা পণ্য বা ব্র্যান্ডের উপর করের হার দামি ব্র্যান্ডগুলোর তুলনায় অনেক কম।
- এছাড়া সব ধরনের তামাকপণ্যের উপর ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য তামাকপণ্যের উপর প্রযোজ্য করের হার গত দশ বছরে প্রায় স্থবির রয়েছে; অর্থাৎ সামান্যই বেড়েছে।

বাংলাদেশে তামাকপণ্যের উপর করের বিদ্যমান হার ঃ ২০১০-১১

মূলস্তর	মূল্যসীমা (টাকা)	করের হার		মূল্যের উপর মোট কর
		সম্পূরক শুল্ক	ভ্যাট	
সিগারেট: লো (নিম্নমূল্য)*	৮.৪০-৯.১৫	৩৩%	১৫%	৫৩%
সিগারেট: মিডিয়াম (মধ্যম মূল্য)*	১৮.৪০-১৯.০০	৫৩%	১৫%	৭৬%
সিগারেট: হাই (উচ্চ মূল্য)*	২৭.০০-৩২.০০	৫৬%	১৫%	৭৯%
সিগারেট: প্রিমিয়াম (সর্বোচ্চ মূল্য)*	৫২.০০ +	৫৮%	১৫%	৮২%
বিড়ি**	৬.০০ (সর্বোচ্চ)	২০%	১৫%	৩৮%
জর্দা, গুল***	যে কোন পরিমাণ	২০%	১৫%	৩৮%

সিগারেটের একক - ১০ শলাকা; **বিড়ির একক - ২৫ শলাকা; ** ধোঁয়াবিহীন তামাক

বাংলাদেশে তামাকের কর বাড়ানোর কার্যকর উপায়

বাংলাদেশের তামাকের উপর করারোপের কার্যকারিতা নির্ভর করবে সঠিক কর নীতির উপর। তামাকে করারোপের নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলির বিবেচনা করা প্রয়োজন।

- বাংলাদেশে তামাকপণ্যের উপর এমনভাবে করারোপ করা প্রয়োজন যাতে এসব পণ্যের প্রকৃত মূল্য (মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে) প্রতি বছর অন্তত ৫% করে বৃদ্ধি পায়। মূল্যস্ফীতির বর্তমান হার ৭% হওয়ায় (যা বছরের বাকী সময় আরো বাড়তে পারে), সবধরনের তামাক পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক বর্তমান হার থেকে ১৫% বাড়িয়ে দিলে তা তামাকের প্রকৃত মূল্য অন্তত ৫% বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।
- তামাকপণ্যের ব্যবহার কমানোর সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হচ্ছে খুচরা মূল্যের উপর সম্পূরক শুল্কের হার বাড়ানো। বিভিন্ন মূল্যস্তরের ভিন্ন ভিন্ন কর হার না রেখে সবগুলো মূল্যস্তরের জন্য একই হারে কর আরোপ করা উচিত। সস্তা পণ্য/ব্র্যান্ডগুলোকে ছাড় দেয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।
- বিশেষ করে বিড়ির জন্য সম্পূরক শুল্কের সাথে নির্দিষ্ট কর (একক কর) আরোপ করতে হবে। এর ফলে এই অতি সস্তা পণ্যটির দাম এক লাফে অনেকটা বেড়ে যাবে এবং এভাবে সিগারেট ও বিড়ির মধ্যকার দামের ব্যবধান অনেকটা কমে আসবে। একই ধরনের পদক্ষেপ সস্তা দামের ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

সূত্র ঃ (ফ্যাক্ট শীট) ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রী কিডস

আমিক, বাড়ি- ৩/ডি, সড়ক-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬ ই-মেইল: info@amic.org.bd, Web: www.amic.org.bd